অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম
ভ্রমরের গুঞ্জন

সম্পাদকের কথা

———

সময়ের হাত ধরে আবার এলো পুজো। সেই মনমাতানো শেফালী সুগন্ধ,গোলাপী আভায় ভরা স্থল পদ্ম আর জল পদ্মের রূপ লাবণ্য...এখনো তেমনি আছে। প্রসাদে পাওয়া একটুকরো আখের স্বাদ আজো তেমনি মিষ্টি। কিন্তু অনেক কিছুই আর আগের মতো নেই।মন, দৃষ্টি, আকাঙ্ক্ষা, প্রতীক্ষা ... সব বদলে গেছে। সময়ের হাত ধরে ভ্রমরের গুঞ্জন পঞ্চম সংখ্যা।এই তো সেদিন জন্ম হলো তার।এই ভাবেই কেটে যায় দিন,মাস, বছর। সময় যেন কানেকানে বলে ""বন্ধু তোমার ভালোবাসার স্বপ্ন টাকে রেখো।""""

পাপড়ি দেব

একটি বোতল, একটি বাঁশি ও ক্লারা !

জাহাঙ্গীর হোসেন

:

সৌদি আরবের একটা ছোট শহরের নাম কুনফুদাহ। এটা জেদ্দা থেকে প্রায় ৫০০-কিমি দূরের জনপদ। লোহিত সাগরের তীরে এ শহরটিতে গিয়েছিলাম গত বছর একটা কাজে। সাগরতীরে ঘোরা আমার জীবনের অন্যতম সখ। সুতরাং প্রায় জনমানবহীন কুনফুদাহ সমুদ্রতীরে গেলাম একাকি এক বিকেলে। হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্র বালুতটে ছোটছোট মৃত শামুকে ঘেরা সুন্দর বোতল দেখলাম একটা। অনেক পুরনো বোতল মনে হলো আমার। সামুদ্রিক ছোট ছোট রঙিন শামুকে বোতলটাকে অনেকটা সুরক্ষিত করে রেখেছে। মনে হলো ভেতরে কাগজ ও কিছু জিনিসপত্র দেখা যায়। বেশ যত্ন করে ঘরে এনে রাতে খুললাম বোতলটা। যাতে জার্মান ভাষায় কিসব লেখা। সাথে ৩-জন মানুষের বেশ পুরো একটা সাদাকালো গ্রুপ ছবি। একজন বয়স্ক পুরুষ, একজন নারী ও কিশোরী একটা মেয়ে। সাথে একটা ছোট বাঁশি। বাঁশিটা পেতলের ঝকঝকে তখনো। বেশ বাজে এখনো, বৃটেনের তৈরি খোদায় করে লেখা। কবার ফুঁ দিলাম তাতে। সম্ভবত ওদের কন্যার হবে। ছবিটার পেছনেও জার্মান ভাষাতে কি যেন লেখা। সম্ভবত ছবিটার পরিচয় লিখেছে সুন্দর হাতে।

:

গুগল ট্রান্সলেশনে রোমান হরফে জার্মান ভাষার কথাগুলো হুবহু লিখে তা অনুবাদ করালাম বাংলা ও ইংরেজিতে। যা থেকে বোঝা গেলো, পুরুষটির নাম Moritz Anton, মহিলাটির নাম Johanna Emilie, আর তাদের ১০-বছরের কন্যাটির নাম Clara। বাঁশিটা ক্লারার। এদের ঠিকানা দেয়া আছে Energieverbrauchsausweis 90, Befeuerungsart Öl Baujahr, Germany. ছবির পোশাক পরিচ্ছদ ও কোন ফোন নাম্বার বা ইমেইল ঠিকানা না পাওয়াতে বুঝলাম এটা বেশ পুরনো। তারপরো কেন যেন ঐ পরিবারের সাথে যোগাযোগের লোভটা সামলাতে পারলাম না কিছুতেই। ঢাকা ফিরেই ঐ ঠিকানায় একটা চিঠি পোস্ট করলাম ইংরেজিতে লিখে, সাথে তার জার্মান অনুবাদ। চিঠিতে সম্বোধন করলাম ৩-জনকেই। মানে Moritz Anton অথবা Johanna Emilie অথবা Clara। যেই হোকনা কেন, যেন বুঝতে পারে বোতলের ব্যাপারটা। সাথে "বাশিঁ"টার একটা ছবিও তুলে দিলাম মোবাইলে। আর দিলাম নিজের বাংলাদেশি ফোন নাম্বার আর ইমেল ঠিকানা!

:

প্রায় চার মাস চলে গেলো কোন খোঁজ নেই। লোকাল ডাকপিওনকে বলে রাখলাম, জার্মানি থেকে আমার একটা চিঠি আসতে পারে, খোঁজ রেখো। কিন্তু ডাক পিওন কোন খোঁজ দিতে পারলো না চার মাসেও। অনেকদিন পর

একদিন ইমেইলে একটা মেল পেলাম ক্লারা এন্টু ক্রিশ্চিয়ান নামের এক নারীর। অনেক বড় মেইল, যার সারমর্ম এমন -

আমার নাম "ক্লারা এন্টু ক্রিশ্চিয়ান" ডাক নাম ক্লারা। হ্যাঁ, আমিই বোতলের সেই ১০-বছরের বালিকা, যার বয়স এখন ৫২। ১৯৭৬ সনে মা বাবার সাথে ক্যারিবিয়ান দ্বীপ বাহামা ক্রুজশিপে ভ্রমণকালে ঐ বোতল আটলান্টিকে ফেলেছিলাম আমি। বাঁশিটা বাবা আমায় কিনে দিয়েছিল ডেনমার্ক থেকে। ওর ভেতরের লেখাগুলো আমার মায়ের নিজ হাতের। যিনি ডেনমার্কে মারা গেছেন প্রায় ১৫ বছর আগে। মা ডেনিস ছিলেন। বাবা ফিজির জার্মান দূতাবাসে প্রথম সচিব হয়েছিলেন। সেই সুবাদে আমিও ফিজিতে এসেছিলাম। চাকুরিশেষে বাবা ফিজির "মুতোরিকি দ্বীপের নাভু"তে একটা রিসোর্ট কিনেছিল। যা মুতোরিকি দ্বীপের Mount Maunganui-তে। আমি ফিজিতে খৃস্টান স্কুলে অনেকদিন থিওলজির "টিচার কাম নান" ছিলাম। ৬-বছর আগে বাবার মৃত্যুর পর এখন নাভু দ্বীপের Mount Maunganui-র রিসোর্টটা দেখাশোনা করি আমি একাকি জীবনে। অবসরে ওখানের স্কুলে দরিদ্র আর অনাথ শিশুদের পড়াই আমি। পৃথিবীর অনেক দেশের নানা রঙের নানান ভাষিক পর্যটকরা আসে এখানে বেড়াতে। আমার বাবার বানানো সাগর মাঝে ভেসে থাকা এ রিসোর্টে থাকে তারা ভাললাগার পরমানন্দে। তুমি এতো বছর পর আমার মা, বাবা আর আমাকে পেয়েছো

লোহিত সাগরে, যা তুমি নিয়ে গেছো বাংলাদেশের ঢাকাতে, তা চিন্তনে বড়ই অদ্ভুৎ লাগছে যে, মানুষের জীবনটা কতই না বৈচিত্রপূর্ণ। তোমাকে আমন্ত্রণ জানাই ফিজির "মুতোরিকি দ্বীপের নাভু"তে। যেখানে Mount Maunganui-এ আমার রিসোর্ট। তুমি এলে বাঁশিটা আনতে ভুলোনা যেন। ওটা গলায় ঝুলিয়ে রেখো! এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে বাঁশিতে ফুঁ দিলেই বুঝবো বাংলাদেশের সেই তুমি! নাহয় কিভাবে চিনবো তোমায়! বাঁশিই হয়তো চেনাবে আমাদের!

:

আরো অনেক কথা, সাথে ক্লারার বর্তমান ও তার পরিচালিত নয়নাভিরাম রিসোর্টের ছবি। সমুদ্রতট সন্নিহিত সমুদ্রের নীল জলরাশির মাঝে অনেকগুলো পাকা পিলারের উপর দাঁড়ানো এক মনোলোভা অনুপম বাড়ি। যাতে জল পার হতে এক অদ্ভুৎ সেতু বানানো। গোলাপি রঙের দেয়ালঘেরা গাছপাতার ছাউনির রিসোর্টে মন কেড়ে নিলো আমার। মনে মনে প্লান করলাম, এ পর্যন্ত ৫৭-টা দেশ ঘুরেছি আমি। এবার ৫৮-তম দেশ হবে ফিজি। ফিজির "মুতোরিকি দ্বীপের Mount Maunganui-এর ক্লারার রিসোর্টে যাবো। আমার গলায় ঝুলানো থাকবে ক্লারার পিতলের ষাট বছর পুরনো সেই বাঁশিটি।

:

পিসি খুলে বসে গেলাম ক্লারাকে ফিরতি মেইল পাঠাতে। কখন ফিজিতে ভ্রমণের সুন্দর সময়, খরচ কেমন, মাছ-ভাত-ডাল পাবো কিনা ইত্যাদি। খোঁজ নিলাম কিভাবে যাবো ফিজিতে ঢাকা থেকে। পরিচিত ট্রাভেল এজেন্ট জানালো, এখান থেকে সিঙ্গাপুর, তার পর ফিজির Kadavu Island এর Vunisea (Namalata) এয়ারপোর্টে যাওয়া যাবে "ক্যাথই প্যাসিফিক" এয়ারে। এ এয়ারে বেশ কবার ভ্রমণ করেছি আমি তাইপে, অস্ট্রেলিয়া যেতে! খুব সুন্দর ব্যবহার বিমান বালাদের! ক্লারাকে জানিয়ে দিলাম আমার আসার আগাম প্রোগ্রাম। শুনে খুব খুশি হলো ক্লারা। আপনি স্বপ্নের জাল বুনতে থাকলাম কবে বসবো ক্যাথই প্যাসিফিকের বিজনেস ক্লাসের উইনডো সিটে। রুপোলি ঝিকিমিকির এক প্লাবিত জ্যোৎস্নায় সত্যিই একাকি উঠে বসবো সিঙ্গাপুর এয়ারে ফিজির উদ্দেশ্যে। গলায় ঝুলানো থাকবে ক্লারার সেই বাঁশি!

:

কিন্তু অসুস্থ হলাম আমি আকস্মিক। বাংলাদেশের ডাক্তাররা বললো ক্যান্সার ধরা পড়েছে আমার। এবার ক্লারার "মুতোরিকি দ্বীপের Mount Maunganui" এ নয়। কলকাতা টাটা ক্যান্সার হাসপাতালে কাটাতে হলো প্রায় চার মাস আমার। Peritoneal Mesothelioma নামক জটিল ক্যান্সারের HIPEC সার্জারি হলো আমার গত ৮ জানুয়ারি কলকাতাতে।

১৩-ঘন্টার এ জটিল অপারেশনের পর ৩-মাস অন্তর চেকাপে যেতে হচ্ছে আমাকে। আবার যেতে হবে জুলাইর প্রথম সপ্তাহে কলকাতার টাটায়।

:

আমার এ অসুস্থতার খবর ক্লারাকে জানাইনি আমি, সে একবুক কষ্ট পাবে মনে করে। তারচেয়ে এমনটাই ভাল নয় যে, সে এমন এক আশায় বেঁচে থাক যে, একদিন "মুতোরিকি দ্বীপের নাভু"তে পৌঁছবো আমি তার সেই পুরনো বাঁশিটি গলায় ঝুলিয়ে। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে সে, তার এক অপরিচিত বিস্ময়কর বোতল বন্ধু পেয়ে! আর বায়ান্ন বছরের এ নানে'র দিকে তাকিয়ে আমি কেবল মাতৃভাষায় আবৃত্তি করে যাবো --

কিছু মায়া রয়ে গেলো

সকল প্রতাপ হল প্রায় অবসিত···

জ্বালাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃতে

কিছু মায়া রয়ে গেলো দিনান্তের,

শুধু এই –

কোনোভাবে বেঁচে থেকে প্রণাম জানানো

পৃথিবীকে।

মূঢ়তার অপনোদনের শাস্তি,

শুধু এই – ঘৃণা নেই, নেই তক্ষকতা,

জীবনযাপনে আজ যতো ক্লান্তি থাক,

বেঁচে থাকা শ্লাঘনীয় তবু।

ঐশিক রায়

'ভাঙছে ঢেউ'

#নীল-অভিজিৎ

জানি না আমি কেমন আছি,

বলতে পারবো না আমার অবস্থান,

যখন ডানা ঝাপটায়... চোখে দেখি-

ঝরণা ঝরে বুকের ভিতরে,

নেমে যায় স্রোতবাহী নদী,

যে নদী ধীরে চওড়া হয়

গভীরতার সাথে, উপরটা শান্তজল,

গভীরে অদমনীয় বিপরীত স্রোতের ঘূর্ণিবাত দিশাহারা তবুও এগিয়ে চলে সাগরের দিকে।

অজস্র ফুঁসে ওঠা জলরাশী...

মনে হয় আকাশ ছুঁতে চায়!

ওদের সমর্থনে টুনা সার্ডিন

লাফিয়ে ওঠে উচ্ছ্বসিত মোহনা,

এদিকে আমি,

জল চোখে তাকালেই রোজ সমুদ্র দেখতে পাই।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

প্রদোষ চৌধুরী

আজ থেকে বহু দিন আগের কথা।বয়সটা কত হবে আমার,দশ কি এগারো বছর,সাল হবে ১৯৫২কি ১৯৫৩। ক্লাস ফাইভ কিংবা সিক্সে পড়ি। তখন জলপাইগুড়ি শহরে হাতে গোনা যায় এরকম কয়েকটি বারোয়ারি দুর্গা পূজা হতো। আমাদের বাড়ি ছিল তেলীপাড়া। কাছাকাছি পূজো বলতে যোগমায়া কালীবাড়ি, নূতন পাড়া ,বাবু পাড়া আর পশু হাসপাতালের সামনে নরেন ভিলাতে পূজো হতো। আমরা নরেন ভিলার পূজো টাকেই আপন ভাবতাম। তখন যোগমায়া কালীবাড়ি বাদে সব পূজো মন্ডপেই পূজোর পরে একদিন গান বাজনা হতো। ওটাকে তখন"" জলসা"" বলা হতো। প্রথম জলসা হতো নবমী পূজোর দিন সন্ধ্যেবেলায় বাবুপাড়ায়। তারপর একাদশীর পর থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত যে কোন দিন। শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা ঐ আসরে গান,নাচ, আবৃত্তি করে শোনাতেন।এই রকম নরেনভিলার একবারের জলসার কথা আজও মনে আছে।

সে বারের জলসায় শহরের ছোট বড় সমস্ত রকমের শিল্পীরা এসেছিলেন। প্রথমে নতুন নতুন শিল্পীরা তাদের গান শোনালেন, মেয়েরা কেউ কেউ নাচ করে দেখালেন। তারপর শহরের একজন নামকরা শিল্পী গান করলেন। শেষ গান টা আজো মনে আছে, গান টা ছিল শচীন দেব বর্মণের সেই বিখ্যাত গান"

ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায় রে"। ওনার সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করেছিলেন যে ভদ্রলোক তাঁকে সবাই নন্দ বাবু বলে ডাকতেন।এই গান শেষ হবার পর তাকে যারা গান শুনতে এসেছিল তারা হাততালি দিয়ে খুব উৎসাহ দেখালেন।

ওনার একজন পরে আরেক জন শহরের নামকরা শিল্পী মঞ্চে এসে গান গাইতে বসলেন। ভদ্রলোক এর বেশ বলিষ্ঠ ও সুন্দর চেহারা। উনি বসেই হারমোনিয়াম টা টেনে নিয়ে মিষ্টি ও দরাজ গলায় একটা ভজন গান করলেন। উনি ভজন শেষ করতেই শ্রোতাদের মধ্য থেকে কারা যেন বলে উঠল"আধুনিক, আধুনিক"।এই কথা শোনার পর ভদ্রলোক বলে উঠলেন ""যে আসরে শ্রোতারা ভজন গান শুনে আনন্দ পায় না, আমি সেই আসরে গান করি না।""

এই কথা বলে ভদ্রলোক মাথা উঁচু করে গটগট করে এগোতে লাগলেন। একজন ওনাকে রিক্সা ভাড়া বাবদ টাকা নিয়ে, আরেক জন একটা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ছুটে যায়। নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। উনি"" লাগবে না"" বলে আরো জোরে হাঁটতে আরম্ভ করলেন।

কে ছিলেন ঐ ভদ্রলোক, এবার বলি, ভদ্রলোকের নাম স্বর্গীয় রাধানাথ দাস, সবাই ওনাকে মাস্টার মশাই বলে ডাকতেন। উনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একজন গুরু ছিলেন। গান ছাড়া উনি সেতার, তবলা বাজাতেন ও ছাত্র ছাত্রীদের শেখাতেন। সুন্দর সুন্দর ছবিও আঁকতেন।

সর্বোপরি আমাদের সঙ্গীত গুরু স্বর্গীয় রাধানাথ দাস এর পরিচয় তিনি বর্তমান গীতি কুঞ্জ সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র এবং হাকিম পাড়া ভ্রমর নাট্য সংস্থার পরিচালিকা পাপড়ি দেব এর দাদু অর্থাৎ পাপড়ির মায়ের বাবা।

স্বর্গীয় মাস্টার মশাই কে আমার প্রনাম জানিয়ে এবং পাপড়ি কে আমার স্নেহ দিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

বেদশ্রুতি পাল

মন মাতানো ভাবনা যেথায়

অমিতাভ চক্রবর্তী

থাকবো না আর বন্দী হয়ে থাকবোনা আর ঘরে
দেখতে যাবো ঢেউয়ের খেলা
তিস্তা নদীর চরে
আদিবাসীরা খেলতো হেথায়
যাযাবরের মতো
জল সরিয়ে সওদা জাহাজ
আসতো অবিরত
থাকবো না কো পড়ার ঘরে
অমল হয়ে আমি
ঘুরে নানা জায়গা থেকে
মুক্তো তুলে আনি
ঘুরবো আমি এদেশ ওদেশ
শুনবো না তো মানা
কোথায় থাকে শারদীয়া মা

সেই কথা নেই জানা

থাকবো না আর বন্দী হয়ে

যাবোই আমি চলে

কৈলাস পাহাড়ে নাকি

সোনার বাতি জ্বলে

ময়ূরপঙখী জাহাজ করে

গহীন বনের দেশে

পাল তুলে রৌদ্র খেলায়

আগন্তুকের বেশে।

শাশ্বতী মজুমদার

ঝড়ের সময়

কৌস্তুভ চক্রবর্তী

আজকে রাতে ভীষণ ঝড়ে
গাছপালা এলোমেলো
কিছু গাছ থাকলো টিকে
আর কিছু ঝরে গেল
কোথা থেকে পাখির ছানা
আমার বারান্দার মাঝে
বাড়ির পোষ্য খরগোশ ছানা
ভয় পেয়েছে বাজে
পাকা পেয়ারা পড়লো ঝরে
দেয়ালের দুই পাশে
বৈদ্য বুড়োর ঠান্ডা লেগে খকখকিয়ে কাশে

ছনের চালায় পাখনা ঝাড়ে

তিন টি শালিখ পাখি

সকাল বেলায় পিছল পথে

পুরুত ঠাকুর কাদায় মাখামাখি।

দীপক ভট্টাচার্য

অনুভূতি

বাবলি চক্রবর্তী

নারীর হাতে শক্তি
পুরুষের হাতে মুষ্ঠি
যত্ন পেলে সবকিছুতেই পাবে
সমান যুক্তি
বাতাস লাগে এলো চুলে
কপালে লাল টিপের আলো
সঠিক চোখে দেখলে পরে
সব কিছুই রে ভালো
অনল আছে নারীর হাতে
নরের বাহুতে শক্তি
ভেক ধারী সব বন্ধ্যা মানুষ
খুঁজে বাঁচার মুক্তি

নারীর হাতে মমতা আছে
নরের হাতে স্থিতি
মিথ্যে নয় কোন কিছু
আনন্দ অনুভূতি।

দীপক ভট্টাচার্য

শেষের কথা

একটু স্নেহ ভুলিয়ে দিতে পারে অনন্ত না পাওয়ার ইতিহাস। ছোট এই পিডিএফ হয়তো কেউ পড়ে না কিন্তু এখানে ধরে রাখতে চাই অনেক না বলা কথা, অনেক মানুষের জীবন্ত কাহিনী। পূজো ভালো কাটুক সবার। একটি মানুষও যেন পৃথিবী থেকে এইভাবে বিদায় না নেয় যে তাকে ভালোবাসার কেউ ছিল না।

শুভ মহালয়া

শুভ শারোদৎসব

——

আগামী সংখ্যা সরস্বতী পূজার দিন প্রকাশিত হবে।

প্রচ্ছদ-- সঙ্কর্ষন মজুমদার

পিডিএফ নির্মাণ -- নন্দিতা সাহা।

ধন্যবাদ